আজকের কাগজ

তারিখ 23 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ছাত্র ও অস্ত্র রাজনীতি

গত দু'দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত দু'টি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিক খবর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষকেই বিচলিত ও বিপর্যস্ত করেছে। শ্যামলী ও জগন্নাথ হলে যে দুই তরুণ ও ছাত্র তাদেরই মতো তরুণ ও ছাত্রদের ঠাণ্ডা মাথায় বর্ষিত গুলিতে প্রাণ হারালো সেই তরুণ মুজিবুর রহমান এবং ছাত্র জয়দীপ চৌধুরী বাপ্পীর পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই। এ সব মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পংক্তিই উদ্ধৃত করতে হয় 'এ তোমার আমার সকলের পাপ।' হাঁ, এহেন মৃত্যুর জন্যে নৈতিকভাবে দায়ী গোটা সমাজ। যে সমাজে হত্যাকারীদের বিচার হয় না, তারা পুরস্কৃত হয়- সে সমাজকে এমনিভাবেই বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আমাদের তরুণ ও ছাত্রসমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ আজ সশস্ত্র সন্ত্রাসীতে পরিণত আর সে জন্যে দায়ী সশস্ত্র রাজনীতি। রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং তা প্রতিরোধ প্রয়াসে এক শ্রেণীর যুবক ও ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও অর্থ তুলে দেয়ার কথা অজানা নয়। যার ফলে কেবল মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই বাপ্পীর মৃত্যু নিয়ে এ পর্যন্ত ৫৫ জন ছাত্রকে প্রাণ দিতে হলো। ঐ সব হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার পেয়ে গেছে যার কারণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের জানা থাকার কথা।

না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত ঐ অর্ধশতাধিক ছাত্রের অধিকাংশই স্বৈরাচার বা মৌলবাদের শিকার নয়। ঐ ছাত্ররা একাত্তর বা পঁচাত্তরের ঘাতক-দালালদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মরেনি। চরম দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে ঐ সব মৃত্যুর কারণ বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত বা অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল। প্রতিপক্ষের বা স্বপক্ষের গুলিতে নিহত ৫৫ জন ছাত্রকে কেন প্রাণ দিতে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জন করতে এসে? কে তাদের হত্যাকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়? কিভাবে তারা মাস্তান বা সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়? পদ বা অর্থের বখরা নিয়ে কেন তারা পরস্পরকে সংহার করে? এ সব প্রশ্নের প্রতি আমরা যতই অনিহা প্রদর্শন করছি ততই অপমৃত্যুর সংখ্যা বর্ধিত হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি এক কথা আর অস্ত্র রাজনীতি আর এক কথা, ছাত্র রাজনীতি কিভাবে অস্ত্র রাজনীতিতে পরিণত হলো এবং তার ফলে কিভাবে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির চরম সর্বনাশ হয়ে গেল সে সম্পর্কে কি আমরা সচেতন?

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী নিহত ছাত্রলীগ কর্মি বাপ্পীর লাশ মর্গে দেখতে এসে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রয়োজনে ছাত্রলীগ ভেঙে দেবো।' আমাদের ধারণা যেহেতু এখন ছাত্র রাজনীতি অস্ত্র রাজনীতির বিকল্প হয়ে উঠেছে তখন প্রয়োজনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো সম্পর্কে ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে অপরিসীম কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে। যেহেতু দেশের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র মাস্তান ও সন্ত্রাসীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তারা বিভিন্ন সংস্থার রিমোট কনট্রোল বা দূর নিয়ন্ত্রণাধীন সে কারণে ঐ সব যুব বা ছাত্র সংগঠন তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি ঐ সব আত্মঘাতি শক্তির আবর্ত থেকে মুক্ত হতে না পারে তাহলে অচিরে মূল রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠীতে পরিণত হবে।

যে ছাত্রসমাজ পাকিস্তানী আমলে ভাষা আন্দোলন, সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণআন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে সেই ছাত্রসমাজ স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন অপশক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। নব্বইতে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের পূর্ব গৌরব স্বল্পকালের জন্যে ফিরে এসেছিল কিন্তু ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স ছাত্র সমাজের সে গৌরবকে ধ্বংস করে ফেলল। রাজশাহী বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জামাত-শিবির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে পারেনি কিন্তু তার বিকল্প শক্তিরূপে এখানে সক্রিয় রয়েছে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন সমূহ এবং এ সব দলের বিভিন্ন উপদল। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সশস্ত্র মৌলবাদীরা যেভাবে ধ্বংস করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনের দল ও উপদলীয় কোন্দল একইভাবে ধ্বংস সাধন করছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস সাধন করে বাংলাদেশকে ধ্বংস করার এক সুদূরপ্রসারী সুগভীর চক্রান্তের নীল নক্শা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে, মনে হয়- যাতে বাংলাদেশে পাকিস্তান যুগের মতো ছাত্রশক্তি আর কোনদিন বাঙালি জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনরূপ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে না পারে।